Sanatan Dharma

আধ্যাত্মিক সাধনায়

আধ্যাত্মিক সাধনায়, মনের অভিপ্রায়ই মুখ্য, বাহ্যিক কার্যকলাপ নয়। কেউ হয়তো বৃন্দাবনের পবিত্র ভূমিতে বাস করছে, কিন্তু মন যদি কোলকাতায় রসগুল্লা খাওয়ার কথা চিন্তা করে, তাহলে সে কলকাতায় বসবাস করছে বলে মনে করা হবে।বিপরীতভাবে, যদি একজন ব্যক্তি কোলকাতার কোলাহলের মধ্যে থাকেন এবং বৃন্দাবনের ঐশ্বরিক প্রভুতে মনকে মগ্ন রাখেন, তবে তিনি সেখানে বসবাস করছে বলে মনে করা হবে।
সমস্ত বৈদিক শাস্ত্র বলে যে আমাদের চেতনার স্তর আমাদের মনের অবস্থা দ্বারা নির্ধারিত হয়:
"মন ইব মনুষ্যজ্ঞান করণঃ বন্ধ মোক্ষযোঃ" (পঞ্চদশী)
"মনই বন্ধনের কারণ, আর মনই মুক্তির কারণ।"
একজন কর্ম যোগী হলেন তিনি যিনি আধ্যাত্মিক এবং সামাজিক উভয় দায়িত্ব পালন করেন। সামাজিক কর্তব্য শরীরের সাথে করা হয় যখন মন ঈশ্বরের সাথে সংযুক্ত থাকে।
কর্ম যোগীরা অভ্যন্তরীণভাবে বিচ্ছিন্নতা অনুশীলন করার সময় তাদের পার্থিব দায়িত্ব পালন করতে থাকে। তাই, তারা ইতিবাচক এবং নেতিবাচক উভয় ফলাফলকেই ঈশ্বরের কৃপা হিসেবে গ্রহণ করে।
কর্ম যোগীরা, বাহ্যিকভাবে তাদের দৈনন্দিন দায়িত্ব পালন করার সময়, যুক্ত বৈরাগ্য বা স্থিতিশীল ত্যাগের অনুভূতি বিকাশ করে।তারা নিজেদেরকে সেবক হিসেবে দেখেন ।
শ্রীমদ্ভাগবত বলে:
গ্রহীত্ত্বাপিন্দ্রিয়ৈর অর্থন যো না দ্বেষ্ঠি না হৃষ্যতি
বিষ্ণর মায়াম ইদম পাশ্যন সা বৈ ভগবত্তমঃ (11.2.48)
"যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়ের বস্তুগুলিকে গ্রহণ করে, সেগুলির জন্য আকাঙ্ক্ষাও করে না বা তাদের থেকে পালিয়ে যায় না, ঐশ্বরিক চেতনায় যে সমস্ত কিছু ঈশ্বরের শক্তি এবং তাঁর সেবায় ব্যবহার করতে হবে, সেই ব্যক্তিই সর্বোচ্চ ভক্ত।"
যারা এই আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী নন তারা কর্ম সন্ন্যাসী এবং কর্ম যোগীর মধ্যে বাহ্যিক পার্থক্য দেখতে পান এবং বাহ্যিক ত্যাগের কারণে কর্ম সন্ন্যাসীকে শ্রেষ্ঠ বলে ঘোষণা করেন।
ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলছেন-
"কর্মসন্যাসের মাধ্যমে যা অর্জিত হয় তা ভক্তিতে কাজ করার মাধ্যমেও অর্জিত হয়। তাই, যারা কর্ম সন্ন্যাস এবং কর্ম যোগকে অভিন্ন বলে দেখেন, তারা সত্যই জিনিসগুলিকে দেখতে পান।"
"নিখুঁত ত্যাগ (কর্মসংন্যাস) ভক্তি (কর্মযোগ) ব্যতীত কার্য সম্পাদন করা কঠিন, কিন্তু যে ঋষি কর্ম যোগে পারদর্শী তিনি দ্রুত পরমকে লাভ করেন।"
"কর্ম যোগীরা, যারা কোন কিছুর ইচ্ছা বা ঘৃণা করেন না, তাদের সর্বদা ত্যাগী বলে মনে করা উচিত। সমস্ত দ্বৈততা থেকে মুক্ত, তারা সহজেই বস্তুগত শক্তির বন্ধন থেকে মুক্ত হয়।"
সুতরাং কর্ম যোগীরা যারা ভক্তি সহকারে কাজ করে, তারা ফলাফলে সুসজ্জিত হয়.

এবং তাদের মনকে ঈশ্বরের সাথে সংযুক্ত করার অনুশীলন করে।

****

সনাতন ধর্ম হল মানব সভ্যতার প্রাণ। সনাতন সত্য ধর্ম একটি আধ্যাত্মিক মানবিক আবহাওয়া তৈরি করে যা মানব জাতির মধ্যে একটি বিশ্ব মানব কল্যাণ চিন্তা প্রতিষ্ঠা করে । সনাতন সত্য ধর্ম সচ্চিদানন্দের নিত্যের জ্ঞান ও দেবত্বের উপলব্ধি সর্বদা সকলের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা করে। একজন ব্যক্তি আধ্যাত্মিক জ্ঞানে বড় হওয়ার সাথে সাথে তার প্রকৃতি উন্মোচিত হয়, তার চেতনা প্রসারিত হয় যতক্ষণ না সমগ্র মহাবিশ্ব তার বাসস্থান এবং সমস্ত মানবজাতি তার পরিবারে পরিণত হয়।

Published on: Nov, 26 2022 10:25